ক্যানবেরায় চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান

গত ২৪মে ২০০৮, শনিবার ক্যানবেরায় ওডারল্যাণ্ড মেমোরিয়াল কমিটি আয়োজিত 'ইতিহাস কথা কয়' শীর্ষক মাসব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কম্যুনিটি মিলনায়তনে চারঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানটিতে ছিল আলোচনা সভা, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা ও গান এবং সবশেষে হুমায়ুন আহমেদ পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'শ্যামল ছায়া'।

ওডারল্যাণ্ড মেমোরিয়াল কমিটির আহবায়ক, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আহসান খানের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক ও নগর পরিকল্পনাবিদ ডঃ কামাল উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় সভায় বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সেলর ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জনাব মাহবুবু হাসান সালেহ এবং বাঙালি কম্যুনিটির বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয়জন প্রকৌশলী মাসুদ জামালী।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মাহবুব সালেহ তার বক্তৃতায় সকল শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে যারাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন করেন, তারা সকলেই একএকজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন দূতাবাস ও বাঙালি কম্যুনিটির মধ্যে এমন কোন কাঁচের দেয়াল থাকা উচিত নয় যাতে পরস্পর হাতে হাতে রেখে আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হয়।

প্রকৌশলী মাসুদ জামালী তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনা সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি একাত্তরের ঢাকা শহরে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সন্তান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ রুমী ও তাঁর বন্ধুদের সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের স্মৃতি বর্ণনা করেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরনীয় অবদান তুলে ধরবার জন্য তিনি আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে কামরুল আহসান খান তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগসহ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সবার কাছে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবার প্রয়াস বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যাতে করে আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি দারিদ্রমুক্ত, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়বার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। তিনি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ওডারল্যাণ্ড বীরপ্রতীক যিনি পার্থে ২০০১

সালে মৃত্যুবরন করেছেন, তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি আরো বলেন, তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবছর বাঙালি ও অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হবে। সবশেষে তিনি অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সার্বিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশের দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করেন কম্যুনিটির বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয়জন জনাব হাসমত উল্লাহ, মাহবুব হাসান সালেহ, মিসেস নাজনীন কে চৌধুরী, ইমরান আহমেদ, অভিজিত সরকার ও মিস মনন। কবিতা আবৃত্তি পর্বে ক্যানবেরার বিশিষ্ট ছড়াকার ফজলে হাসান ও প্রিয় অস্ট্রেলিয়া ওয়েবসাইটের পরিচালক ও কবি শাহাদাত হোসেন মানিকের উপস্থিতিতে তাদের রচিত মুকিযুদ্ধভিত্তিক ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করা হয়। এবং মুক্তিযুদ্ধের গান এককভাবে পরিবেশন করেন নীলুফা আখতার খানম, অভিজিত সরকার, সাফকাত খান রূপম, রানা মুনির ও মামুন হাসান খান, দ্বৈতসঙ্গীত পরিবেশন করেন তারেক সাফা ও মিসেস শ্যামা।

অনুষ্ঠানের বিরতিতে উপস্থিত দর্শকদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপস্থিত সকল দর্শক সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে ওডারল্যাণ্ড মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে ‘ইতিহাস কথা কয়’ শীর্ষক মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছিল।